২৬.২ ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Indian Party System)

রাজনৈতিক ব্যবস্থাভেদে দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পৃথক হয় // রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র অচল। দলহীন গণতন্ত্র কল্পনা-বিলাস বই কিছু নয়। গণতন্ত্রে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে। জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্ক রক্ষা করে। তাই রাজনৈতিক দল হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তবে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের দলব্যবস্থা এক রকম হয় না। গণতন্ত্রের প্রকৃতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠে দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা তাই এক রকম হয় না। এই দু'ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থা পৃথক প্রকৃতির হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে দলীয় ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত । দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে দলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কারণে প্রত্যেক দেশের দলীয় ব্যবস্থায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা ছাড়া কোন দেশের দলব্যবস্থার চেহারা-চরিত্র অনুধাবন অসম্ভব। ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থারও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতের দলব্যবস্থার ভিত্তি // ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোন উল্লেখ নেই। তবে সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এই সংসদীয় গণতন্ত্রই হল ভারতের দলীয় ব্যবস্থার ভিত্তি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতে একটি রাজনৈতিক দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া, সংসদ প্রণীত জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্বাধীন ভারতে সমাজ ও রাজনীতির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

(২) দলগুলির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর পার্থক্য // ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। কোন দল স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী, আবার কোন দল দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ব্যাপারে আগ্রহী। দলগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য বর্তমান। জনতা, বি.জে.পি, লোকদল, ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে., কংগ্রেস প্রভৃতি দলকে স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী বলে মনে করা হয়। তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তনের কর্মসূচী এই দলগুলির মধ্যেও দেখা যায়। অপরদিকে, সি.পি.আই., সি. পি. আই. (এম), সি. পি. আই. (এম. এল.), আর. এস. পি. প্রভৃতি বামপন্থী দল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিচারে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী প্রভৃতি ভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(৩) সাম্প্রদায়িক দল // ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক দলগুলির মধ্যে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, অকালী দল, রামরাজ্য পরিষদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলি স্ব স্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। তবে এই দলগুলির কোন ভবিষ্যৎ বা জাতীয় দলের মর্যাদা লাভের কোন আশা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত নয়। তবুও সমালোচকদের অভিযোগ অনুসারে এই দলের প্রচারকার্যে সাম্প্রদায়িকতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই রাজনৈতিক স্বার্থে অল্পবিস্তর ধর্মীয় আবেদনের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি মনোনয়নের সময় বিষয়টি স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। যে নির্বাচনী কেন্দ্রে যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভোটদাতা সংখ্যায় গরিষ্ঠ সেই কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করে। আবার প্রচারকার্য পরিচালনার সময়ও

Scanned by CamScanner

সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাদের ধর্মবিশ্বাসের কথা মাথায় রেখে কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের দলীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেদন-নিবেদন পরিতাপের বিষয়।

(৪) ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক দল || ভাষার ভিত্তিতে কোন কোন রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাভিত্তিক দলের মধ্যে তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা লীগ ও ঝাড়খণ্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির কথাও বলা যায়। এই সমস্ত রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচীর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(৫) সঠিক শ্রেণীবিভাগ কঠিন || ভারতের দলব্যবস্থার সঠিক শ্রেণীবিভাগ দুষ্কর। এই দলব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রী দেশগুলোর এক-দলীয় ব্যবস্থার মত নয়, আবার দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মতও নয়। ভারতের প্রচলিত দলগুলির মোট সংখ্যা পঞ্চাশের কম হবে না। তবুও ভারতের দলব্যবস্থা ফ্রান্সের বহু-দলীয় ব্যবস্থার মতও নয়। জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া প্রকৃত সর্বভারতীয় কোন দল এখানে নেই বললেই চলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা ও প্রভাবে পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। জনতা, লোকদল, সি. পি. আই., সি. পি. আই.(এম.) প্রভৃতি অন্যান্য সর্বভারতীয় দলগুলির একক ক্ষমতা ও প্রভাব কংগ্রেসের যোগ্য প্রতিপক্ষ হওয়ার উপযুক্ত নয়। বস্তুত কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের সাংগঠনিক শক্তি ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত নয়। তাই অধ্যাপক বল (Alan R. Ball) ভারতের দলব্যবস্থাকে 'এক-দলের প্রাধান্যযুক্ত বহু-দলীয় ব্যবস্থা' (dominant party system) বলে অভিহিত করেছেন। মরিস জোনস এই দলব্যবস্থাকে প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ভারতে বহু রাজনৈতিক দল আছে। তবুও চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (১৯৬৭) পর্যন্ত কংগ্রেস দলই কেন্দ্র ও রাজ্যে একাধিপত্য বজায় রেখেছে। এরপর কিছুদিনের জন্য কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে অকংগ্রেসী দল ক্ষমতাসীন হয়। তবে কেন্দ্রে কংগ্রেসেরই একাধিপত্য অব্যাহত থাকে। আবার ১৯৭১-১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারত জুড়ে কংগ্রেসের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিরোধী অ-কমিউনিস্ট দলগুলি জোটবদ্ধ হয়ে জনতা দল গঠন করে ক্ষমতাসীন হয়। তার ফলে ভারতে সুস্থ দ্বি-দলীয় বা ত্রি-দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু অন্তর্কলহের ফলে ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের পতন ঘটে। এবং জনতা দল ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়ে যায়—জনতা দল, ভারতীয় জনতা দল ও লোকদলের সৃষ্টি হয়। তার ফলে ভারতে সুস্থ দ্বি-দলীয় বা ত্রি-দলীয় ব্যবস্থার আশা অচিরে বিফল হয়। ১৯৮০ সালে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেস (ই) দলের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। তবে এই কংগ্রেস (ই) দলই এককভাবে সর্বাধিক সংখ্যক আসন অধিকার করে। যাইহোক এই সময় বাইরে থেকে সি. পি. এম. এবং বি. জে. পি.-র সমর্থনে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠন করে। এই সরকারও অচিরেই ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৯১ সালের দশম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস(ই) দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। তবে এককভাবে সর্বাধিক সংখ্যক আসন দখল করে ও সরকার গঠন করে। পরবর্তী কালে অসম ও পঞ্জাবে নির্বাচন সূত্রে এবং অন্যদলের সাংসদদের যোগদানের ফলে কংগ্রেস(ই) দলের সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী তিনটি সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে [একাদশ (১৯৯৬), দ্বাদশ (১৯৯৮), ত্রয়োদশ (১৯৯৯) এবং চতুর্দশ (২০০৪)] কোনটিতেই কংগ্রেস এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। একাদশ সাধারণ লোকসভা (১৯৯৬) নির্বাচনের পর থেকেই অ-কংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে সম্মিলিত সরকার গঠন করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে (২০০৪) কংগ্রেস এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি জোট

Scanned by CamScanner